কলকাতায় বিশ্বকাপের রং এখন ফ্যাকাশে

সায়ন্তন সেন

রাশিয়া বিশ্বকাপে একের পর বড় দল হারায় বিশ্বকাপের জৌলুস অনেকটাই কমে গেছে। প্রথমে দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে ০-২ গোলে হেরে বিদায় নেয় জার্মানি। এরপর ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ৩-৪ গোলে হেরে বিদায় নেয় আর্জেন্টিনা। একই দিনে উরুগুয়ের বিরুদ্ধে ১-২ গোলে হেরে এবারের মতো বিশ্বকাপ অভিযান শেষ হয়ে যায় ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পর্তুগালের। এরপর রাশিয়ার কাছে টাইব্রেকারে ৩-৫ গোলে হেরে বিধ্বস্ত হয়ে ঘরে ফিরতে হয় হয় স্পেনকে। শেষ আশা ছিল পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলকে নিয়ে। কিন্তু তারাও পারল না। বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনালে ১-২ গোলে হেরে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যায় নেইমার, কুটিনহো, মার্সেলোর নেইমার। আর ব্রাজিল বিদায় নেওয়ার পরই লাতিন আমেরিকার কোনও দলই আর এই বিশ্বকাপে টিকে রইল। এদিকে ব্রাজিল হেরে যাওয়ার পর কলকাতার মানুষদের মনে বিষাদের ছাপ। কলকাতার ফুটবলপ্রেমী মানুষেরা বিশ্বকাপে যে দলগুলোকে মূলত সমর্থন করে তাদের মধ্যে সবার ওপরে রয়েছে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা। এরপর জার্মানি, স্পেন, পর্তুগালের মতো দল। কিন্তু এদের সহারই ছুটির ঘন্টা বেজে যাওয়ায় তাদের কাছে বিশ্বকাপটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। যে আশা নিয়ে তাঁরা বিশ্বকাপ দেখতে বসেছিলেন তাদের সেই আশা হতাশায় পরিণত হয়েছে। কলকাতায় থাকা অনেক ব্রাজিল সমর্থকই স্তব্ধ হয়ে গেছে বেলজিয়াম ম্যাচের পর। কলকাতার একজন ফুটবলপ্রেমী বিশ্বজিত দাস জানিয়েছেন, 'এবারের বিশ্বকাপে যেভাবে বড় বড় দলগুলো হেরে গেল তা আমাকে সত্যিই অবাক করেছে। এরকমটা হওয়ার ছিল না। তবে যখন সব বড় বড় দলগুলো এক এক করে বিদায় নিল ভেবেছিলাম ব্রাজিলের এরকম অবস্থা হবে না। কিন্তু ব্রাজিলও হেরে যাওয়ায আমি খুব হতাশ। তবে এখন মনে হচ্ছে এবার বিশ্বকাপ জিততে পারে ফ্রান্স। ব্রাজিলের হারের ফলে বেশ কিছু খেলার দোকানের বিক্রেতাদের মাথাতেও চিন্তার হাত। তাঁরা জানিয়েছেন,'ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার অনেক জার্সি আমরা বানিয়েছিলাম। আর্জেন্টিনা হেরে যাওয়ায় আমাদের কিছুটা চাপ হয়ে যায়। ব্রাজিল হারায় চাপটা আরও বাড়ল। কয়েকটা জার্সি অবিক্রিত থেকে গেল। বিশ্বকাপে আমাদের যেরকম লাভ হবে ভেবেছিলাম, তা তো হয়নিই বরং লোকসান হল। বিশ্বকাপের এরকম ফলাফল আমরা আশা করিনি। সব বড় দলগুলোই এবারের বিশ্বকাপের মঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছে। যা অঘটনই। আশা করব আগামী বিশ্বকাপগুলোতে আর এরকম অবস্থা দেখতে হবে না।' বড় বড় দল হারায় বিক্রেতাদের যেমন লোকসান হয়েছে তেমনি দর্শকদেরও লোকসান হয়েছে। যাঁরা নিজের প্রিয় দলের হয়ে বাজি ধরেছিলেন তাদের দল হেরে গেছে। তাই এখন কলকাতার বুকে যেন বিষণ্ণতার ছাপ, গুমোট আবহাওয়া। এদিকে ম্যাচের শেষে ব্রাজিলের তারকা ফুটবলার ফিলিপ্পে কুটিনহো জানিয়েছেন, 'আমরা ফাইনাল পর্যন্ত যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বেলজিয়ামের বিপক্ষে আমাদের সেরা শটগুলো দিতে পারিনি। তবে আমাদের দলের সবাই নিজেদের সেরাটাই দিয়েছে। আমি নিশ্চিত এখন আমরা সব দিক থেকেই সমালোচিত হব। তবে তাতে জীবন থেমে থাকবে না। কারণ এটাই হল ফুটবল। আপনি জিতবেন নয়তো হারবেন। হারার কারণে আমি খুবই হতাশ। কারণ আমরা খুব ভালভাবে জিততে চেয়েছিলাম। ব্রাজিলিয়ানরা যেমনটা চায়। কিন্তু আমরা পারিনি।' ২০০২ সালে ব্রাজিলকে সর্বশেষ বিশ্বকাপ এনে দেওয়া রোনাল্ডো বলেছেন,'আমরা নিজেদের মাঠে সেমিফাইনালে হেরেছিলাম। রাশিয়ায় কোয়ার্টার ফাইনালে হারলাম। কিন্তু ব্রাজিল দলের কাছে আমাদের মতো অনেকেরই প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু নেইমাররা সেই স্বপ্ন পূরণ করতে না পারায় স্বভাবতই আমার মতো অনেক ব্রাজিল ভক্তই হতাশ।' এখন দেখার এই হতাশা কাটিয়ে আগামী বিশ্বকাপগুলিতে এই দলগুলো কেমন পারফরম্যান্স করতে পারে।

পালন করা হল ধোনির ৩৭তম জন্মদিন

ভারতীয় দলের সঙ্গে জন্মদিন সেলিব্রেশন ধোনির

ইংল্যান্ড, ৭ জুলাই : ৩৭ শে পা রাখলেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি। ইংল্যান্ড সফরে ভারতীয় দল ও নিজের পরিবারের সঙ্গে এই বিশেষ দিনটি উদযাপন করলেন তিনি। টিম হোটেলে প্রথমে কেক কেটে মাহির জন্মদিন পালন করা হয়। ভারতীয় দলের সঙ্গে ছিলেন ধোনির স্ত্রী সাক্ষী এবং তাঁর কোলে ছিলেন মেয়ে জিভা। ধোনির জন্য অর্ডার দেওয়া দুটি কেকের পাশে বসেই বাবাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাল জিভা। হার্দিক পান্ডিয়া, দীপক চাহাররের সঙ্গে 'হ্যাপি বার্থডে টু ইউ' বলতে দেখা যায় ছোট্ট জিভাকে। মাহির জন্মদিনে উপস্থিত ছিলেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলির স্ত্রী অনুষ্কা শর্মাও। জন্মদিনের দিন তাঁকে ট্যুইটারে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সিদ্ধার্থ কউল, রাশিদ খান, শোয়েব আখতার, মুরলি বিজয়, শচীন তেন্ডুলকর, ইরফান পাঠান, অজিঙ্ক রাহানের মতো ক্রিকেটে তারকারা। এছাড়া বলিউড তারকাদের মধ্যে আমান মালিক, অনুপম খের, উর্বশী রাউতেলা, সতীশের মতো সিনেমার তারকারাও ট্যুইট করে মাহিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তবে ধোনির জন্মদিনের দিনে ২২ গজে ভারতের দিনটা ভাল গেল না। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচে ৫ উইকেটে হারতে হয় টিম ইন্ডিয়াকে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাঠে ইনিংসে হার বাংলাদেশের

অ্যান্টিগুয়া, ৭ জুলাই : ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাঠে প্রথম টি-২০ ম্যাচে ১ ইনিংস ও ২১৯ রানে হারল বাংলাদেশ। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক জেসন হোল্ডার। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোলারদের দাপটে ১৮.৪ ওভারে মাত্র ৪৩ রানে শেষ হয়ে টাইগারদের ইনিংস। দলের হয়ে সর্বোচ্চ রান করেন লিটন দাস। বাকিরা আর কেউই দুই অঙ্কের রানে পৌঁছতে পারেনি। প্রথম ইনিংসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে সবথেকে ভাল বল করেন কেমার রোচ। ৫ ওভারে মাত্র ৮ রান দিয়ে পাঁচ উইকেট সংগ্রহ করেন তিনি। মিগুয়েল কামিন্স ৩টি এবং জেসন হোল্ডার নেন ২টি উইকেট। প্রথম ইনিংসে ক্যারিবিয়ানদের সংগ্রহ ৪০৬ রান। দলের হয়ে সর্বোচ্চ রান করেন ক্রেইগ ব্র্যাথওয়েট। ২৯১ বলে ১২১ রান করেন তিনি। তাঁর ইনিংসটি সাজানো ছিল ১১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে। কেরিয়ারে এটি তাঁর সপ্তম শতরান। এছাড়া সাই হোপ ৬৭, ডেভম স্মিথ ৫৮ এবং কিরন পাওয়েল ৪৮ রান করেন। বাংলাদেশের আবু জায়েদ ও মেহেদি হাসান ৩টি করে উইকেট পান। ২টি উইকেট নেন সাকিব-আল-হাসান। একটি করে উইকেট পান কামরুল ইসলাম রব্বি, রুবেল হোসেন এবং মাহমুদুল্লাহ।

দ্বিতীয় ইনিংসে ৪০.২ ওভারে মাত্র ১৪৪ রানে শেষ হয়ে যায় বাংলাদেশ। টাইগারদের হয়ে একমাত্র ভাল ব্যাট করেন নুরুল হাসান। তাঁর সংগ্রহ ৭৪ বলে ৬৪ রান। নুরুল হাসান ছাড়া রুবেল হোসেন ১৬, মামুদুল্লাহ ১৫, তামিম ইকবাল ১৩, সাকিব-আল-হাসান ১২ দুই অঙ্কের রানে পৌঁছন। দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের শ্যানন গ্র্যাব্রিয়েল ১২ ওভারের ৭৭ রান দিয়ে ৫ উইকেট সংগ্রহ করেন। ১৫ ওভারে ৩০ রান দিয়ে ৩ উইকেট পান জেসন হোল্ডার। দু'টি উইকেট নেন মিগুয়েল কামিন্স। দুরন্ত বোলিংয়ের জন্য ম্যাচের সেরা হন কেমার রোচ। আগামী ১২ জুলাই দুই দল সিরিডের দ্বিতীয় তথা শেষ ম্যাচে খেলতে নামবে। এখন দেখার দ্বিতীয় ম্যাচে জয় পেয়ে শ্রীলঙ্কা সিরিজ ড্র করতে পারে, না কি টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ করে ক্যারিবিয়ান বাহিনী।

ইতালি ছেড়ে ফ্রান্সে বুঁফো

ইতালি, ৭ জুলাই: জুভেন্টাসে যোগ দিতে চলেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর এই জল্পনার মধ্যেই জুভেন্টাস ছেড়ে পিএসজি'তে যোগ দিলেন জিয়ানলুজি বুঁফো। জুভেন্টাসের সঙ্গে চুক্তি শেষ হয়ে যাওয়ায় ফ্রি ট্রান্সফার শর্তেই প্যারিসের ক্লাবটিতে যোগ দিয়েছেন ইতালির বিশ্বজয়ী গোলরক্ষক। গত মরশুম সহ টানা সাতবার সিরি এ জয়র পরে তুরিনের সঙ্গে বুঁফোর দীর্ঘ ১৭ বছরের সম্পর্কের ইতি ঘটে। তারপরেই এক বছরের চুক্তিতে ৪২ বছর বয়সী বুঁফো যোগ দেন লিগ ওয়ানের ক্লাবে। জুভেন্টাসের হয়ে বুঁফো ৯টি লিগ খেতাব ও চারটি কোপা ইতালিয়া জেতেন। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে জুভেন্টাস একটিও চ্যাম্পিয়ন লিগ জিততে পারেনি। গত মে মাসে জুভেন্টাস ছাড়ার কথা জানিয়ে দেন বুঁফো। ইতিমধ্যেই মেডিকেল টেস্ট হয়েছে বুঁফোর।

বিশ্বকাপের জয়ী দল পুরস্কার হিসাবে পাবে ৩৮ মিলিয়ন ডলার

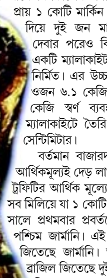

মস্কো, ৭ জুলাই: রাশিয়ার মস্কো এখন বিশ্বকাপের শহর। এর সঙ্গে চলছে সারা বিশ্বে বিশ্বকাপ উন্মাদনা। ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব। এখন শুরু আট দলের কোয়ার্টার ফাইনাল। কে হবে এবার চ্যাম্পিয়ন, কার হাতে উঠবে বিশ্বকাপের ট্রফি। এটা নিয়ে তৈরি হয়েছে সারা বিশ্বের কোটি কোটি দর্শকের আগ্রহ ও আলোচনা সমালোচনার ঝড়। চ্যাম্পিয়ন হলে দলকে দেওয়া হয় একটি ট্রফি। আর বিশ্বকাপ ট্রফির তো রয়েছে আলাদা মর্যাদা। বিশ্বকাপের বর্তমান ট্রফির নকশা করেন ইতালিয়ান ভাস্কর সিলভিও গাজ্জানিকা। ১৯৭০ সালে ব্রাজিল ৩য় বারের মতো ট্রফি জিতে জুলেরিমে ট্রফিটি স্থায়ী করে নেয়। তখন প্রয়োজন পড়ে আরেকটি ট্রফির। ১৯৭১ সালে গাজ্জানিকা বর্তমানের নকশায় নতুন করে তৈরি করেন এই ট্রফি। তৎকালীন সময়ে এর পেছনে খরচ হয়েছিল ৫০ হাজার মার্কিন ডলার। কিন্তু সমযের সঙ্গে মহিমা বেড়েছে এই ট্রফির। বেড়েছে এর আর্থিক মূল্য। বর্তমানে বিশ্বকাপের স্বর্ণালী ট্রফিটির আর্থিক মূল্য প্রায় ১ কোটি মার্কিন ডলার। এই দামের সোনা দিয়ে দুই জন মানুষকে আগাগোরা মুড়ে দেবার পরেও কিছু সোনা বাকি থাকবে। একটি ম্যালাকাইট ভিত্তির উপর এই ট্রফিটি নির্মিত। এর উচ্চতা ৩৬.৮ সেন্টিমিটার ও ওজন ৬.১ কেজি। এতে ১৮ ক্যারেটের ৫ কেজি স্বর্ণ ব্যবহার করা হয়েছে। এর ম্যালাকাইটে তৈরি ভিত্তিমঞ্চের উচ্চতা ১৩ সেন্টিমিটার।

বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী ট্রফিটির শুধু আর্থিকমূল্যই দেড় লাখ মার্কিন ডলার। তবে এই ট্রফিটির আর্থিক মূল্যের বাহিরেও মূল্য রয়েছে। সব মিলিয়ে যা ১ কোটি ডলারের কম নয়। ১৯৭৪ সালে প্রথমবার প্রবর্তনের পর জয় করে নেয় পশ্চিম জার্মানি। এই ট্রফিটি সর্বাধিক তিনবার জিতেছে জার্মানি। আর্জেন্টিনা, ইতালি আর ব্রাজিল জিতেছে দুইবার করে। স্পেন ও ফ্রান্স জিতেছে ১ বার। এবারের রাশিয়া বিশ্বকাপে মোট আর্থিক পুরস্কার দেয়া হবে ৪০০ মিলিয়ন ডলারের। এর মধ্যে যে দল চ্যাম্পিয়ন হবে তারা পাবে ৩৮ মিলিয়ন ডলার।

২০১৮ রাশিয়া বিশ্বকাপ প্রায় শেষের দিকে। আর সেই বিশ্বকাপের মাঝেই সেজে উঠেছে রাশিয়ার রাজধানী মস্কো।

নিজের ছন্দেই উইম্বলডনের প্রি-কোয়ার্টারে ফেডেক্স

ইংল্যান্ড, ৭ জুলাই: শনিবার উইম্বলডনের অল ইংল্যান্ড ক্লাবে নিজের চেনা ছন্দেই প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল রাউন্ডে পৌঁছে গেলেন রজার ফেডেরার।

তৃতীয় রাউন্ডে এদিন জার্মানির জ্যান-লেনার্ড স্টাউকে স্ট্রেট সেটে (৬-৩, ৭-৫, ৬-২) হারিয়ে দেন টুর্নামেন্টের শীর্ষ বাছাই ফেডেক্স। শেষ ষোলোয় ফেডেরার কোর্টে নামবেন ফ্রান্সের আদ্রিয়ান ম্যানারিনোর বিরুদ্ধে। উইম্বলডনের সেন্টার কোর্টে তাঁর জার্মান প্রতিদ্বন্দ্বীকে শনিবার এক ঘন্টা ৩৪ মিনিটের লড়াইয়ে পরাজিত করেন সবুজ কোর্টের রাজা। তবে ম্যাচের দ্বিতীয় সেটে স্টাফ কিছুটা লড়াই করলেও প্রথম ও তৃতীয় সেটে উইম্বলডন চ্যাম্পিয়নের বিরুদ্ধে তেমন একটা সুবিধা করে উঠতে পারেননি জার্মান স্টাফ।

ফলে ম্যাচটি পকেটে পুরে ফেলতে বিশেষ একটা বেগ পেতে হয়নি ২০টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক রাজা রজারকে। পাশাপাশি এবার উইম্বলডনে অল ইংল্যান্ড ক্লাবে পুরুষদের সিঙ্গেলস বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হলে ফেডেক্স স্পর্শ করে ফেলবেন মহিলা টেনিসের কিংবদন্তি মার্টিনা নাভ্রাতিলোভাকে।

কারণ একমাত্র নাভ্রাতিলোভাই নিজের বিভাগে ৯বার সিঙ্গেলস খেতাব জিতেছেন উইম্বলডনে। তবে ৩৭ বছরের যুবক ফেডেরারকে কিন্তু এখনও যথেষ্টই ফিট এবং তরতাজা বলেই মনে করছেন টেনিস বিশেষজ্ঞরা। আর তাঁদের মতে, সেই কারণেই মরশুমের তৃতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যামে তাঁর সব চাইতে পছন্দের কোর্টে নিজের পুরনো ছন্দেই দেখা যাচ্ছে স্যুইস এই মহাতারকাকে।

ম্যাচের সাংবাদিক সম্মেলনে ফেডেক্স বলেন, আমি কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকেই হালকা ভাবে নিইনি। ম্যাচ বাই ম্যাচই এগোতে চাই আমি। উইম্বলডনের এই সেন্টার কোর্টে এর আগেও প্রচুর ম্যাচ খেলেছি। এর অনুভূতিই একেবারে অন্যরকম। আমার কাছে সারা বিশ্বের মধ্যে এটি সব চাইতে স্পেশাল কোর্ট।

প্রকাশক : পার্থ কুণ্ডু, কর্তৃক ৩, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সরণি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, যাদুভিটা, মিলন মোড়, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৩ থেকে মুদ্রিত ● স্বত্বাধিকারী : আশিস্ লাহা ● মুখ্য সম্পাদক : কমল ভট্টাচার্য
সম্পাদক : আশিস্ লাহা